শেখ জামাল সেতুর কারিগরি তথ্য

সেতুর নাম	ঃ	শেখ জামাল সেতু
সেতুর অবস্থান	ঃ	পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কের ৬১তম কিলোমিটারে হাজীপুর নামক স্থানে সোনাতলা নদীর উপর
সেতুর নির্মাণ ব্যয়	ঃ	৪৩.৪৩ কোটি টাকা
সেতুর দৈর্ঘ্য	ঃ	৪৮৩.৭১৫ মিটার
সেতুর প্রস্থ	ঃ	১০.২৫ মিটার (প্রতি পার্শ্বে ১.৪৭৫ মিটার ফুটপাতসহ)
সেতুর ধরণ	ঃ	প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার সেতু
সেতুর স্প্যান সংখ্যা	ঃ	১০
ভিত্তির ধরণ	ঃ	বোরড কাস্ট-ইন-সিটু পাইল ফাউন্ডেশন
এ্যাবাটমেন্ট সংখ্যা	ঃ	০২
পিয়ার সংখ্যা	ঃ	০৯
ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স	ঃ	৭.৬২ মিটার (Above Standard High Water Level)
হরাইজন্টাল ক্লিয়ারেন্স	ঃ	৪৮.৮০ মিটার
এ্যাপ্রোচ সড়কের দৈর্ঘ্য	ঃ	৪৭৪.০০ মিটার (পটুয়াখালী প্রান্তে ২০০.০০ মিটার এবং কুয়াকাটা প্রান্তে ২৭৪.০০ মিটার)

কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে সূর্যোদয়

RHD ROAD NETWORK
PATUAKHALI ROAD DIVISION

LEGEND
RHD Roads
National Highway
Regional Highway
District Highway

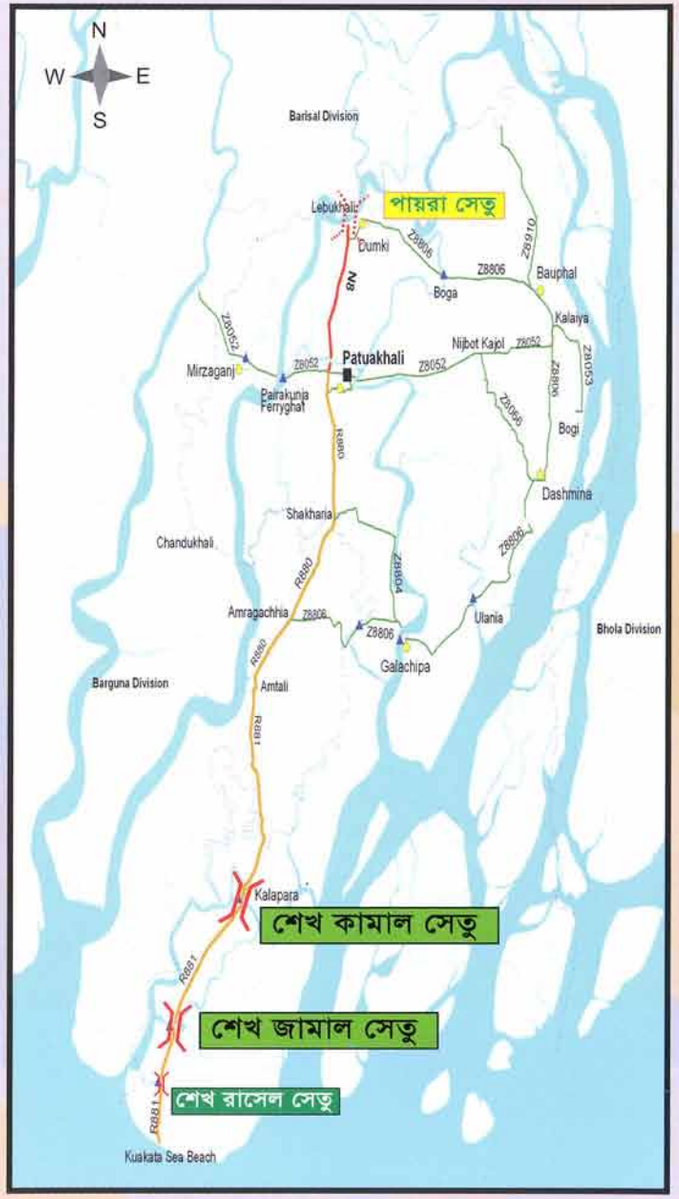

শেখ কামাল সেতু
ও
শেখ জামাল সেতু

শুভ উদ্বোধন করেন

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলা পটুয়াখালীর এক কোণে সাগরের কোলঘেঁষে কুয়াকাটার অবস্থান। একই স্থান থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত উপভোগের বিরল এক স্থানের মূর্ত প্রতীক কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত। যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণে নৈসর্গিক সৌন্দর্যমন্ডিত সাগর-সৈকত কুয়াকাটা ছিল অবহেলিত এবং অপরিচিত এক জনপদের নাম। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির ধাপে ধাপে কুয়াকাটা পরিচিত হয়ে উঠছে পর্যটন স্থান হিসাবে। সাগর-সৈকতের বিমূর্ত ও নান্দনিক সৌন্দর্য উপভোগের নিমিত্ত কুয়াকাটা এখন হাতছানি দিচ্ছে ভ্রমন-পিপাসু হাজারো দেশী-বিদেশী পর্যটককে।

পর্যটন এখন দেশে-বিদেশে বিকাশমান এবং সম্ভাবনাময় শিল্প হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। পর্যটন শিল্প বিকাশের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সহজ ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ এবং উন্নত ও নিরাপদ আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা। আবার শংকামুক্ত ও নিরাপদ আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। জেলা সদর পটুয়াখালী হতে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের দূরত্ব ৭০ কিলোমিটার। পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কে নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার অন্যতম অন্তরায় ছিল আন্ধারমানিক, সোনাতলা ও খাপড়াভাঙ্গা নদী। এ অন্তরায় দূরীকরণের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ২৫-০২-২০১২ তারিখে 'পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কে শেখ কামাল সেতু, শেখ জামাল সেতু ও শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ' প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত শেখ রাসেল সেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০-০৮-২০১৫ তারিখ উদ্বোধনের পর যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। শেখ কামাল সেতু ও শেখ জামাল সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার ফলে পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কে নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ যান চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের লেবুখালী নামক স্থানে পায়রা নদীর উপর ১৪৭০ মিটার দীর্ঘ পায়রা সেতুর নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে। পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এ দুটি সেতুর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে পর্যটন শহর কুয়াকাটার সাথে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা হবে আরো নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন।

সেতুসমূহ নির্মাণের ফলে নতুন নতুন আবাসিক ও বানিজ্যিক স্থাপনা নির্মিত হওয়ার পাশাপাশি একটি পরিপূর্ণ পর্যটন শহর হিসেবে কুয়াকাটা গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। বঙ্গোপসাগরের বিশাল মৎস্য সম্পদ আহরণ ও বাজারজাতকরণ সহজ, ব্যয় ও সময়-সাশ্রয়ী হবে। বেগবান হবে অনগ্রসর এক জনপদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড।

শেখ কামাল সেতু

শেখ জামাল সেতু

কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে সূর্যাস্ত

প্রকল্পের নাম	ঃ	পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কে শেখ কামাল সেতু, শেখ জামাল সেতু ও শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ প্রকল্প
প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	ঃ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
প্রকল্প ব্যয়	ঃ	১৭৪.২৩৫৫ কোটি টাকা
অর্থায়ন	ঃ	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং Japan Debt Cancellation Fund (JDCF)
প্রকল্পের মেয়াদ	ঃ	জানুয়ারী ২০০৯ থেকে জুন ২০১৬

শেখ কামাল সেতুর কারিগরি তথ্য

সেতুর নাম	ঃ	শেখ কামাল সেতু
সেতুর অবস্থান	ঃ	পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কের ৪৯তম কিলোমিটারে খেপুপাড়া নামক স্থানে আন্ধারমানিক নদীর উপর
সেতুর নির্মাণ ব্যয়	ঃ	৬৫.০২ কোটি টাকা
সেতুর দৈর্ঘ্য	ঃ	৮৯৩.১০ মিটার
সেতুর প্রস্থ	ঃ	১০.২৫ মিটার (প্রতি পার্শ্বে ১.৪৭৫ মিটার ফুটপাতসহ)
সেতুর ধরণ	ঃ	প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার সেতু
সেতুর স্প্যান সংখ্যা	ঃ	১৯
ভিত্তির ধরণ	ঃ	বোরড কাস্ট-ইন-সিটু পাইল ফাউন্ডেশন
এ্যাবাটমেন্ট সংখ্যা	ঃ	০২
পিয়ার সংখ্যা	ঃ	১৮
ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স	ঃ	১২.১৯ মিটার (Above Standard High Water Level)
হরাইজন্টাল ক্লিয়ারেন্স	ঃ	৪৮.৮০ মিটার
এ্যাপ্রোচ সড়কের দৈর্ঘ্য	ঃ	৬০৯.০০ মিটার (পটুয়াখালী প্রান্তে ৩০৯.০০ মিটার এবং কুয়াকাটা প্রান্তে ৩০০.০০ মিটার)